জ্ঞাপনয়া তাং বিনা কর্ম্মজ্ঞানেঽপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতং। তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত্তথা শিক্ষয়তি। সঃ শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্, প্রীতঃ জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ সাধনাধ্যবসায়ভঙ্গরহিতশ্চ সন্। সহসা ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ কামান্ জুষমানশ্চ গর্হয়ংশ্চ। গর্হণে হেতুঃ, দুঃখোদর্কান্ শোকাদিকৃদুত্তরফলানিতি। অত্র কামা অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ। শাস্ত্রে কথঞ্চিদপি অন্যান্যবিধানাযোগাৎ। প্রত্যুত, পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসা যো মতিম্। ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ। ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্ম্মার্পণাৎ পূর্ব্বমেব তন্নিষেধাদত্রৈব চ নিষ্কামকর্ম্মণ্যপি যত্ত্বন্যন্ন সমাচরেদিতি বক্ষ্যমাণনিষেধাৎ। কর্ম্মপরিত্যাগবিধানেন সুতরাং দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগপ্রত্যাসত্তেঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে—মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধু ধর্ম্মার্চ্চনো হরিরিতি বৈষ্ণবেম্বপি তন্নিষেধাৎ। যৎপাদ সেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোতীত্যত্র সদ্যঃশব্দপ্রয়োগেন জাতমাত্ররুচীনাং, যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি। জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মেনিয়মেন চ, বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ইত্যত্রাপি কথঞ্চিৎশব্দপ্রয়োগেন লব্ধভক্তীনাঞ্চ স্বতস্তৎপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ। নাম্নো বলাদযস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিরিতি পদ্যে নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রাদৌ হরিভক্তিবলেনাপি তৎপ্রবৃত্তাবপরাধাপাতাচ্চ। অপি চেৎ সুদুরাচার ইতি তু তদনাদরদোষপর এব, ন তু দুরাচারতাবিধানপরঃ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মেত্যনন্তরবাক্যে দুরাচারতাপগমস্য শ্রেয়স্ত্বনির্দ্দেশাদিতি ॥ ১১॥২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৭০—১৭২ ॥

যে জন আমার কথাদিতে অর্থাৎ আমার ভক্ত্যঙ্গসাধনে শ্রদ্ধাবান্, (ভক্তিসাধনের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, অন্য সাধনের অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত) এই ভক্তিসাধনই পরমমঙ্গল, অন্য কোনও সাধনই নিত্যভগবৎসেবক আমার কল্যাণদায়ী হইতে পারে না—এই প্রকার বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে জন্মিয়াছে। অতএব সে জন অবশ্যই অন্য নিখিলকর্ম্মে উদ্বিগ্ন, কিন্তু বর্ত্তমান এবং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগে বিরক্ত নয়—এবম্ভূত অধিকারী বিষয় যে দুঃখেরই কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারে; অথচ ভোগ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। পূর্বে ব্যাখ্যাত "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"—এই প্রকার লক্ষণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই অর্থাৎ যে অবস্থায় বিষয়ভোগে বিশেষ বৈরাগ্যও নাই আবার বিশেষ আসক্তিও নাই, অথচ ভগবদ্ভক্তির প্রতি অঙ্গানুষ্ঠানে দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত, সেই অবস্থা হইতেই আমাকে ভজন করে, সেইজন্য আমার অনন্যতা নামক ভক্তিতে অধিকারী। জ্ঞানসাধনে যেমন ঐহিক পারলৌকিক নিখিলভোগে সম্যক্ বিরক্ত না হইলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অধিকারী হইতে পারে না, ভক্তিসাধনে তেমনি সম্যক্ বৈরাগ্যের অপেক্ষা নাই।